!! শ্রীকৃষ্ণঃ চৈতণ্যঃ মহাপ্রভুঃ মালোবাবালন্দম্।। শ্রীহরিঃ নারায়ণঃ বিষ্ণুঃ তপস্যালন্দম্।।

পঞ্চম পর্ব ০৮/১০/২০২১

সপ্তাহিক 'পত্রিকা'

"মনুষ্যধর্ম্ম" জাগরণের জন্য।

** শিশুশিক্ষা, অক্ষরব্রহ্ম, দেহতত্ব, আত্মাধীক বিদ্যা।
** সনাতন ধর্ম্মীয় সদাচার এবং বিভিন্ন পূজা প্রদ্ধতি।
** নিত্য জীবনের রোগ-শোক-ভোগ হইতে মুক্তির পথ।

https://mahrishikalkimaharaj.wordpress.com/

ভূমিকাঃ
'আমরা সকলেই মানব জীবনে ঈশ্বরের জ্ঞান ধারণ করিতে চাই কিন্তু সঠিক শাশ্বত্ তত্ত্ব এবং সদ্গুরুর অভাবে মনুষ্য জীবনে বিষাদ্ পূর্ণ অবস্থা। তাই...

"শরীর আমার মন আমার,
কেন জ্ঞান আমার নয়!
শরীরকে ধরে মনকে ধরে,
মহাজ্ঞান আমাদেরই হয়।।

মনুষ্যধর্ম্ম জাগরণ মালোবাবা' কয়,
আত্ম্যাধীক বিদ্যা ধারণেই ধর্ম্ম জ্ঞান হয়।
তাই শরীরকে ধরও, মনকে ধরও,
শাশ্বত্ 'মনুষ্যধর্ম্ম' জাগরণ তুমি করও।।"
@মালোবাবা মহাবেদ।

MALOBABA51220006102021

"আশ্বিন" মাসের সংখ্যা (8)

https://MalobabaRadio.WordPress.com/ || https://www.Malobaba.com

।। শ্রীকৃষ্ণং চৈতন্যঃ মহাপ্রভুং মালোবাবানন্দম্। শ্রীহরিং নারায়ণঃ বিষ্ণুং তপস্যানন্দম্।।

[মানব জীবনে ঈশ্বরের সাধন-ভজন ও আত্ম্যাধিক বিদ্যা।]

'স্বয়ংবল গুরুকুল' দ্বারা প্রকাশিত
"ধর্ম্মযুদ্ধ' সপ্তাহিক পত্রিকা
আশ্বিন(৩) মাস ৫১২২কঃ/১৪২৮বঃ

১- ৫'ম সংখ্যা- ১৫৫টি মুদ্রিত;
৬'ঠ সংখ্যা- ৬০টি মুদ্রিত;
২১'ই আশ্বিনঃ ০৮-১০-২০২১
(শুক্রবার-বৃহস্পতিবার)
লাইভ-সকাল ৯-১০ ঘঃ
নিত্য বৈকাল ৩-৪ ঘঃ

hak-fohh-mxa

বিরচিতঃ 'পরমবৈষ্ণব সদ্গুরু মহাঋষি মালোবাবা' (তাপস)।

!! ধর্ম্মযুদ্ধ লাইভ !!

সনাতনঃ সত্যং এব্ শাশ্বত্।।

ওঁ মালাবাবায়ঃ নমঃ ।।১০৮।।

[পুরাতন সংখ্যা যাঁহারা সংগ্রহ করিতে চান, 'গুরুকুল ধামে যোগাযোগ করুন।]
সুবোধ গোসাই সেবা আশ্রম, বন্দেবাজ মালোপাড়া, কালনা।

[আপনার প্রশ্নের-উত্তর জানিবার জন্য লাইভ আসুন।]

ওঁ মালোবাবায়ঃ নমঃ ।।১০৮।।
সংসারঃ অতীতং এব্ বাস্য।
...!! নিবেদন !!...
সকল ঈশ্বর সন্তান যাঁহারা আত্ম্যাশ্রীক সন্ন্যাঃ
বিদ্যার জ্ঞান-বিজ্ঞান জানিয়া 'মনুষ্যধর্ম্ম'
রক্ষা করিতে চান, তাহাদের জন্য এই
ধর্ম্মযুদ্ধ' নামক পত্রিকা পুস্তকটি মুদ্রিত হইল।
যে সকল মনুষ্যপুত্র, ঈশ্বর তথা সন্তানরা
মনুষ্যাত্ম্যা হইতে দেবত্বাত্ম্যা এবং ঋষিআত্ম্যা
হইতে পরমাত্ম্যায় পরিণত হইতে চান
তাহদের জন্য এই ধর্ম্মযুদ্ধ' নামক পত্রিকা
পুস্তকটি নিবেদন রহিল।
পরমবৈষ্ণব সদ্গুরু মহাঋষি মালোবাবা
(তাপস) -এর সুকৃতি দ্বারা বঙ্গভাষায়
বাঙ্গালী তথা ভারতীয় আদি এবং সত্য
সনাতনের শাশ্বত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে
দেহতত্ত্ব এবং আত্ম্যাতত্ত্ব জাগরণের জন্য
সকলকে স্বাগতম 'স্বয়ংবল গুরুকুলের' আদর্শ
যোগ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত মনুষ্যধর্ম্ম
অর্জনের জন্য।
©মালোবাবা।
ওঁ মালোবাবায়ঃ নমঃ।১০৮।
সত্যমেব জয়তেমাম্

।। শ্রীকৃষ্ণং চৈতণ্যঃ মহাপ্রভূং মালোবাবানন্দম্। শ্রীহরিং নারায়ণঃ বিষ্ণুং তপস্যানন্দম্।।

** সম্পদনায় ক্ষমা মার্জ্জনা

-বিগত সংখ্যা গুলিতে কিছু স্থানে ভুল ত্রুটির জন্য, সকল মাতা-পিতা এবং ঈশ্বর সন্তানদের কাছে ক্ষমা প্রাপ্তি স্বীকার করিলাম। আগামি দিন গুলিতে কিছু ভুল-ত্রুটি যেমন টাইপিং, বানান নিভূলতার জন্য ক্ষমা জ্ঞাপন করিবেন...।ধণ্যবাদ।

সূচীপত্রঃ

ভুল সংশোধনঃ

শ্রীকৃষং -> শ্রীকৃষ্ণং
বিষনু -> বিষ্ণুং
সদ্দুরু -> সদ্গুরু
ঋষি -> ঋষি

=======================

...!!ধণ্যবাদ জ্ঞাপনঃ !!...

=========================

[প্রঃ সকল মাতাপিতাকে অসংখ্য ধণ্যবাদ আমাদের ধর্ম্মযুদ্ধ! সপ্তাহিক পত্রিকায় একান্তভাবে সাহায্য করিবার জন্য, এই ভাবে একটু একটু করিয়া পথ চলিবার পার্থন্যা-আশীবাদ কামানা করি।]

..........ওঁ ....
** অনুগ্রহবেত্তে উঠিব।
** সূর্য্যাদয় দেখিব।
** নিত্য প্রাতঃকালে শুচি হইব।
** নিত্য 'মালোবাবা'-র যোগ করিব।
** নিত্য মাতা-পিতার পূজা করিব।
** নিত্য প্রসাধ আহার করিব।
** 'মনুষ্যধর্ম্ম' রক্ষা করিব।
** সকল জীবে ভক্তি-প্রেম জাগরণ করিব।
** জীবে দয়া ঈশ্বর জ্ঞানে চলিব।
** মানব সামজে প্রবৃত্তি পাইব।
** ঈশ্বরপুত্রের জ্ঞান-বিজ্ঞানে চলিব।
** সকল জ্ঞানে-ভক্তি-কর্ম্মে যাত্মিকতা রাখিইয়া চলিব।
** আত্ম্যাধীক গুণ প্রবৃত্তিতে চলিব।
** নিত্য যপ ধ্যান যোগ পার্থন্যা করিব।
** নিত্য মালোবাবা'র গুণ গান গাইব।
** নিত্য সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিব।
** ....!!............ **

সনাতনঃ সত্যং এব শাশ্বতা।

ওঁ মালোবাবায়ৈ নমঃ ।।১০৮।।

সংসারঃ অতীতং এব বাস্য।

!! আমন্ত্রণ লিপি !!

সুধী' ঈশ্বর সন্তান/ভক্তবৃন্দ,

"স্বয়ংবল গুরুকুল দ্বারা আয়োজিত 'আধ্যাত্মিক পরাঃ বিদ্যার' ক্রিয়া অনুষ্ঠান পরিচালিত হতে চলেছে .... আশ্রমে .... স্থানে পরমবৈষ্ণব সদ্‌গুরু মহাঋষি মালোবাবার দ্বারা। তাং ....../....../.......... হইতে ....../....../.......... তারিখ পর্যন্ত। সকল সুহৃদয় ঈশ্বর সন্তান ও ভক্তবৃন্দকে অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ থাকিল।

"আধ্যাত্মিক পরাঃ বিদ্যার উদ্দশ্যঃ-

** গুরুতত্ব জ্ঞানের জন্য আধ্যাত্মিক পরাঃ বিদ্যা যোগ।
** যেকোন রোগ মুক্তির জন্য আধ্যাত্মিক পরাঃ বিদ্যা যোগ।
** শরীর ও মন শুদ্ধির জন্য আধ্যাত্মিক পরাঃ বিদ্যা যোগ।
** স্বাত্মিক হইবার জন্য আধ্যাত্মিক পরাঃ বিদ্যাযোগ।
** বিনা রাসায়নিক সার প্রয়োগে ও মন্ত্র দ্বারা জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধির জন্য আধ্যাত্মিক পরাঃ বিদ্যাযোগ।
** মানুষের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আধ্যাত্মিক পরাঃ বিদ্যাযোগ।
** কর্ম্ম জীবনে উন্নতির জন্য আধ্যাত্মিক পরাঃ বিদ্যাযোগ।
** সুস্থ ও নিরোগ থাকিবার জন্য আধ্যাত্মিক পরাঃ বিদ্যাযোগ।
** ভারতীয় সত্য সনাতন বিজ্ঞানকে জানিবার জন্য আধ্যাত্মিক পরাঃ বিদ্যাযোগ।
** যোগ-প্রাণায়াম দ্বারা শাস্ত্রঃ সম্মত ভাবে রোগ মুক্তি মাত্র ৭'ম দিনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে।
** হঁরি নামের আদি তত্ব আধ্যাত্মিক পরাঃ বিদ্যাযোগ।
** হর ও গৌরি সংবাদ আধ্যাত্মিক পরাঃ বিদ্যাযোগ।
** কুলকুন্ডলিনীর জাগরণ আধ্যাত্মিক পরাঃ বিদ্যাযোগ।
** মাতৃ ও পৃত্রি শক্তির জাগরণে আধ্যাত্মিক পরাঃ বিদ্যাযোগ।
** মালোবাবার দেহতত্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান আধ্যাত্মিক পরাঃ বিদ্যাযোগ।

"স্বয়ংবল জ্ঞাণম্ সংযম্ ও পূর্ণউদ্ধারকরণম্"

স্বয়ংবল গুরুকুল।নাগাল্যান্ড, অহম, মণীপুর, হুগলী, বর্ধমান (বঙ্গভারতবর্ষ)

[N.B: আপনার প্রয়োজনীয় সকল বি পুস্থকের জন্য যোগাযোগ করুন, নিকটবর্তী স্বয়ংবল গুরুকুল কেন্দ্রে।১০৮+ টি গ্রন্থ, ১০০০+ কবিতা, ১০০+ সংগীত, ১০০৮+ আত্ম্যাধিক তত্ব আলোচনা, এবং ১০০০০+ সৎসঙ্গের আলচনার ভিডিও দেখুন।]

https://www.facebook.com/MaharishiMalobaba/

।। শ্রীকৃষ্ণং চৈতন্যঃ মহাপ্রভুং মালোবাবানন্দম্‌। শ্রীহরিং নারায়ণঃ বিষ্ণুং তপস্যানন্দম্‌।।

==

মালোবাবা কে? কোথায় ও কি ভাবে জানা যায়?

==

‼ যতঃ ভূতানাং উৎপত্তিঃ যেন ইদং সর্ব্বং পরিব্যাপ্তং,
তং স্বকর্ম্মনা অভার্চ্য মানবঃ সিদ্ধিং বিন্দতি ‼...।।১৮/৪৬ গীতা।

যেখানেতে সকল জীবের উৎপত্তি
সেইখানেই মালোবাবার স্থিতি।
জগতের প্রাণিগণের উৎপত্তে
মাতৃ-পৃত্রি শক্তি-রই সংযুক্তি।।

সমস্ত জীবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে যে প্রাণে
মালোবাবার অবস্থান সেই সকল স্থানে।
মনুষ্য ধর্ম রক্ষার লাগী মানব সিদ্ধি লাভ করে,
মালোবাবা-রই ধ্যানে ও স্নানে।।

কুলকুণ্ডলিনীর দুই শক্তি
মাতৃ-পৃত্রির স্নাণ।
মালোবাবার তত্ত্ব কথাতেই জাগরণ
তিন সত্য করি মান।।

মাতা শক্তি পিতা ভক্তি
মালোবাবাই জান।
পুরুষ ও প্রকৃতি দুইয়ের মধ্যে
মালোবাবা-রই স্নান।।

জগৎ শ্রেষ্ঠ মহাঋষির মন্ত্রে
মালোবাবা-রই পূজা,
সনাতন সত্য নিষ্ঠা করি মান।
সকল পাপ-তাপ, রোগ-শোক দূর হইবে
১০৮ ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ মন্ত্রে।।
সর্ব্ব কার্য সিদ্ধ হইবে তোমার
যখন করিবে মালোবাবার দীক্ষা-শিক্ষা মন্ত্রে
যন্ত্রঃ পূজা ধ্যান-স্নাণ কর্মে।।

‼ ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ ‼১০৮‼

আগামী সপ্তাহের সকল সদস্যদের সুহৃদয় আমন্ত্রণ থাকিল, 'মনুষ্যধর্ম্ম' জাগরণের জন্য 'ধর্ম্মযুদ্ধ' নামক পত্রিকায় অংশ গ্রহণ করিবার জন্য। আপনাদের আগ্রহই আমাদের প্রেরণা দেয় মানবতা রক্ষা করিবার জন্য।

সনাতনঃ সত্যং এব শাশ্বত।

ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ ।।১০৮।।

"নিত্য যোগ ক্রিয়া করুন সুস্থ থাকুন।
স্বাত্ত্বিক আহার করিয়া আত্মাধীক পথে চলুন।।"

[NB: আগামী পর্বে এই সংখ্যায় আসিতেছে - "সদগুরুতত্ত্ব"]

।। শ্রীকৃষ্ণং চৈতণ্যঃ মহাপ্রভুং মালোবাবানন্দম। শ্রীহরিং নারায়ণঃ বিষ্ণুং তপস্যানন্দম।।

ॐ মালোবাবায়ং নমঃ ।।১০৮।।

বঙ্গ ভাষা ।। বাংলা ভাষার অক্ষর পরিচয়ঃ

[অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ঁ .]

সংসারঃ অতীতং এব্ বায়ু।

!! অক্ষরবর্ণ-জ্যোতিরবর্ণ-আত্ম্যাধিক দেহতত্ত্ব পরাঃ বিদ্যা !!

মানব জীবন সামাজিক ও অধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য, মানব সমাজে "অক্ষরব্রহ্ম এবং আধ্যাত্মিক পরাঃ বিদ্যার" ক্রিয়া একান্ত্রে প্রয়োজন যাহা আমাদের মনুষ্য জীবনকে দেবত্ব ও ঋষিত্ব জীবনের উন্নতি করতে সাহায্য করে। একটি সপ্তাহের তিন দিনের যোগ ক্রিয়ায় আমাদের মানব জীবনে সতেজতা ও আনন্দ বাড়িয়ে তোলে।
কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের প্রথমে 'অক্ষরব্রহ্ম এবং শিব যোগ' জ্ঞাণ থাকা আবশ্যক। এই যোগে শরীরের শুদ্ধি, মনের শুদ্ধি ঘটে যাহা 'কুলকুন্ডলিনী' শক্তি জাগরণের জন্য সাহায্য করে থাকে। স্বাস্ত্রঃ মন্ত্রের দ্বারা প্রথমে শরীরের শুদ্ধি ও পরে মনের শুদ্ধি করা দরকার যাহা সংসার জীবন ও অধ্যাত্মীক জীবনের উন্নতি করতে সাহায্য করে।
মালোবাবার যন্ত্র ও মন্ত্র সহযোগে মনুষ্যধর্ম্ম রক্ষার জন্য স্মৃতি কোষ থেকে পাওয়া দেহতত্ত্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাসে যখন সূর্য হইতে আলো পৃথিবীতে পৌছালো তখন প্রথমে আলো পৃথিবী স্পর্ষ করেই চারি দিকে প্রসারণ ঘটালো এবং পৃথিবীর অষ্ট ধাতুর সঙ্গে স্পর্যে প্রতিধ্বনিত হইল। অর্থাৎ আমরা জানি আলোক অংশে ১০টি রং বর্তমান যাহার কালো রংটি উষ্ম অবস্থায় থাকে। আলো ৯টি অংশ দ্বারা পৃথিবী স্পর্ষ করে ৪টি দিকে চললে ৯*৪ = ৩৬টি বর্ণ উৎপন্ন করে। আবার আলোর ৯টি অংশ পৃথিবীর ৮টি ধাতুর দ্বারা স্পর্ষ করে ৯*৮ = ৭২টি বর্ণ উৎপন্ন করে। এই সকল বর্ণ সংখ্যা মিলিত হয়ে ৩৬+৭২ = ১০৮টি শব্দ বর্ণ পাওয়া যায়। এই শব্দ বর্ণকে ধ্বনি আকারে পাওয়া যায় স্বরবর্ণ ও ব্যাঞ্জনবর্ণ রূপে। স্বরবর্ণ ৩৬টি অংশে এবং ব্যাঞ্জনবর্ণ ৭২টি অংশে ভিবক্ত। এছাড়া আরও কিছু উপসর্গ বর্ণ পাওয়া যায় " ৎ ং ঃ ঁ ।"

!ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্যদেবায়ং নমঃ!

= = = = = = = ==========

[NOTE: "বঙ্গ ভূমির বঙ্গ ভাষায় আছে কতও রস, পড়লে তুমি, জানবে তুমি, পাইবে মধুর আস্বাস। আমি পড়ি, তুমিও পড়ও, পড়তে দাও সবাইকে। বঙ্গ ভাষার উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে দেও সকল বিদ্যার জায়গাতে।"]

"নিত্য যোগ ক্রিয়া করুন সুস্থ থাকুন।
স্বাত্মিক আহার করিয়া আত্মাধীক পথে চলুন।।"

।। শ্রীকৃষ্ণং চৈতন্যঃ মহাপ্রভূং মালোবাবানন্দম্। শ্রীহরিং নারায়ণঃ বিষ্ণুং তপস্যানন্দম্।।

সাধারণ স্বরবর্ণ

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ
ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ
a ā i ī u ū ṛ ṝ ḷ ḹ
ē ai ō au aṁ aḥ

১৬+১৬ = ৩২টি স্বরবর্ণ
৪২+৩৪ = ৭৬টি ব্যাঞ্জনবর্ণ
======================
৫৮+৫০ = ১০৮টি অক্ষরবর্ণ

।। অক্ষরবর্ণে স্বরবর্ণ

অং আং ইং ঈং উং ঊং
ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং
ওং ঔং অঁ আঃ
aṁ āṁ iṁ īṁ uṁ
ūṁ ṛṁ ṝṁ Lṁ ḹṁ
ēṁ aiṁ ōṁ auṁ
aṁ̐ āḥ

।। (মোট ১০৮ টি অক্ষরবর্ণ) ।।

সাধারণ ব্যাঞ্জনবর্ণ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ
ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ
ধ ন প ফ ৰ ভ ম য র
ল ব শ ষ স হ ক্ষ ড় ঢ়
য় ৎ ং ঃ ঁ .

ka kha ga gha ṅa
ca cha ja jha ña
ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa
ta tha da dha na
pa pha ba bha ma
ya ra la ba śa ṣa
sa ha kṣa ṛa ṛha
ẏa ṯ ṁ ḥ m̐.

মোট ১০৮ টি অক্ষরবর্ণ

।। অক্ষরবর্ণে ব্যাঞ্জনবর্ণ

কং খং গং ঘং ঙং চং
ছং জং ঝং ঞং টং ঠং
ডং ঢং ণং তং থং দং
ধং নং পং ফং ৰং ভং
মং যং রং লং বং শং
ষং সং হং ক্ষং

kaṁ khaṁ gaṁ
ghaṁ ṅaṁ caṁ
chaṁ jaṁ jhaṁ
ñaṁ ṭaṁ ṭhaṁ
ḍaṁ ḍhaṁ ṇaṁ
taṁ thaṁ daṁ
dhaṁ naṁ paṁ
phaṁ baṁ bhaṁ
maṁ yaṁ raṁ laṁ
baṁ śaṁ ṣaṁ
saṁ haṁ kṣaṁ

সনাতনঃ সত্যং এব্ শাশ্বতা।

ॐ মালোবাবায়ঃ নমঃ ।।১০৮।।

মোট ১০৮ টি অক্ষরবর্ণ অক্ষরব্রহ্ম নিত্য পাঠ করুন, আত্ম্যাধীক শক্তি কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণের জন্য।

।। শ্রীকৃষ্ণং চৈতন্যঃ মহাপ্রভূং মালোবাবানন্দম। শ্রীহঁরি নারায়ণঃ বিষ্ণুং তপস্যানন্দম।।

নিত্য জীবনে মালোবাবা'র লীলা কথামৃত

ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ ।।১০৮।।

সংস্কারঃ অতীতং এবং বাস্য।

#মালোবাবা'র স্বরূপে 'তাপস' ঋষি হইলেন কীভাবে?

"যাঁহারা তপস্বী ছিলেন আদি-অন্তে।
তাঁহারাই 'তাপস' হইলেন এই ধরাতে।।
সত্য শাশ্বত্ জানিবার লাগি তপস্যায় রত তাপস'।
নিত্য যুক্ত উপসনায়, মাতৃ-পিতৃ পূজা পায় 'তাপস'।।
মন্ত্র সিদ্ধি মহাজ্ঞান-বিজ্ঞান জগতের লাগী।
কৈবল্য প্রাপ্তি মহাঋষি মালোবাবা'র সাধনা মাগী।।
শাশ্বত্ সনাতন তত্ত্ব! মহাবেদ শ্রোত্র স্মৃতির ধারায়।
'তাপস'ই এই জগতে মহাঋষি মালোবাবা হয়।।"
@মহাবেদ।

"তপস্যা ধ্যাণঃ নিষ্ঠাং চ্ কল্কি অবতার পুরুষঃ"
@কল্কি পুরাণঃ।

#বর্তমান জগতে স্বাবর্ণী ধর্ম্ম রক্ষার জন্য মুনি-ঋষিদের নিয়া বিস্তারিত আলোচনা।

!! বন্দে মহাপুরুষোত্তম্ মালোবাবায়ং

** পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাসে ব্রহ্মা হইতে ১৪টি মনু, সপ্তঋষি এবং মহর্ষি নারদ আসিয়াছে সনাতন শাস্ত্রঃ মতে।
বর্তমান যুগের মুনি-ঋষিরা ছিলেন গুরু-আচার্য্য এবং বৈদিক জ্ঞান-বিজ্ঞনের উদ্ভাবক ছিলেন এই মুনি-ঋষিরা। তাই এই যুগে অনেক মনুষই সনাতন ধর্ম্মীয় মুনি ঋষি নিয়া জানিবার ইচ্ছা পোষন করেন। কিন্তু সকল কিছু জানিবার পরেও রয়ে যায় একটি জটিল প্রশ্নঃ সেটি হইলঃ-
#মুনি কাহাকে বলে এবং ঋষি কাহাকে বলে?
তাই 'পরমবৈষ্ণব সদ্‌গুরু মহাঋষি মালোবাবা'র দ্বারা পররচিত 'মহাবেদ' হইতে ইহার সত্য জানাইবার চেষ্ঠা করিতেছি। আর, সত্য বলিতে "যিনি যাঁহা, তিনিই তাহার সত্য প্রকাশ করিতে সক্ষম হন।"
অর্থাৎ- শ্রীহঁরি-ইশ্ব একমাত্র হঁরি তত্ত্ব! জানেন যথাযত।
শ্রীরাম-ই একমাত্র রামের তত্ত্ব! জানেন যথাযত।
শ্রীকৃষ্ণ-ই একমাত্র কৃষ্ণ তত্ত্ব! জানেন যথাযত।
মহাঋষি-ই একমাত্র ঋষিতত্ত্ব জানেন যথযত।
যিনি নেতা তিনি নেতৃত্ব, যিনি মিস্ত্রি তিনি মিস্ত্রিত্ব, যিনি ডাক্তার তিনি ডাক্তারতত্ত্ব!, যিনি যে পদ্ অধিকারী তিনি সেই পদের উচ্চ-নিম্ন দুইতত্ত্ব জানেন যথাযত।... ইতি সিদ্ধান্ত শাস্ত্রঃ।
একই অর্থে, যিনি পরমেশ্বর ভগবাণ তিনিই শাশ্বত্।

...➔ ওপরের পৃষ্ঠায়।

...@!! শ্রীশ্রী পরমেশ্বর ভগবাণ পরমবৈষ্ণব সদ্‌গুরু মহাঋষি মালোবাবা।

#মুনি কাকে বলে?
অতি সাধারণ অর্থে, "বৈদিক যুগে ধার্মিক লোকের কোন অভাব ছিল না । তাদের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বর ও ধর্ম সম্পর্কে জানতে গভীর অরণ্যে তপস্যা করতেন । এই মহাত্মাগণ তাদের তপস্যার বলে সমস্ত লোভ-লালসা ত্যাগ করেছিলেন ।সেই মহত্ম্যাগণ মনের উদ্ধে স্ব-আত্ম্যার সন্ধানের মহাজ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকাশ ক্রিয়াছেন।যেমনঃ- 'মনুস্বগীতা', 'মনুশাস্ত্রঃ'ইত্যাদি। এই সকল মহাত্মাদের বলা হয় মুনি।
উদাহরণ স্বরুপঃ ব্রহ্মার ১৪'জন মনু। "সায়নভূব, সারতীষ, উত্তম, তামস, বৈবৎ, চাক্ষুষ, বৈবসৎ, সাবর্ণী, দক্ষসাবর্ণী, ব্রহ্মসাবর্ণী, ধর্ম্মসাবর্ণী, রুদ্রসাবর্ণী, দেবসাবর্ণী, ইন্দ্রসাবর্ণী।"
আবার মনুর অর্থ বিবেচনা করিলে- "মনু == মন + অনু।"
অর্থাৎ- মনের সূক্ষ্ম তত্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রদাতা মনু।

**"'মানব শরীরের ত্রিঅংশ,
মনু-ঋষি সাধন মার্গে কয়।
স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ(পরম) অংশে,
সূক্ষ্মতম্ তত্ত্ব প্রদান কর্তা,
মুনি-মনু মানে পরিচিত হয়।।"**

**"মানব দেহের ষোঢ়ষতত্ত্ব(১৬) সাধন জ্ঞানে রয়।
চোদ্দ মনুর সাধন-ভজনে সূর্য্য-চন্দ্র সাধনা হয়।"**

#ঋষি কাকে বলে ?
অতি সাধারণ অর্থে, "যেইসব মুনি তপস্যাবলে বেদের মন্ত্র প্রকাশ করতে পারতেন, তাদের বলা হতো ঋষি । যাঁহারা শ্রুতি-স্মৃতি শীরোরত্ন। সকল শাস্ত্রেঃ জ্ঞানের সারতত্ব! মন্ত্র স্বরুপে প্রকাশ করে, সত্য বাণী-শাশ্বত তত্ব প্রদান করেন। সুতরাং এখান থেকে এটি অবশ্যই বোঝা যায় যে, সব ঋষিই মুনি কিন্তু সকল মুনি ঋষি নয় । মুনির স্থান অতিক্রম করেই ঋষির স্থানে অধিষ্ঠিত হতে হয় । এজন্য ঋষিরা ছিলেন মুনিদের থেকে উচ্চস্তরের । এখানে কয়েকজন ঋষির নাম উল্লেখ করছি :গার্গী, লোপামুদ্রা, কশ্যপ, বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র, গৌতম, কণ্ব, বিশ্ববালা প্রভৃতি ।
এছাড়াও সপ্তঋষির প্রাধান্য সর্ব্বা শ্রেষ্ঠ্য। যেমনঃ-
ক্রুত, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, মরীচি।
ঋষিদের সাতটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে । যথা: ১। ব্রহ্মর্ষি। ২। মহর্ষি,। ৩।দেবর্ষি। ৪। কান্ডর্ষি। ৫। রাজর্ষি। ৬। পরমর্ষি ও ৭।শ্রুতর্ষি।
আবার ঋষির অর্থ বিবেচনা করিলে- "ঋষি = ঋতম্ + রশ্মিন্ + পদম্।"
অর্থাৎ- জ্যোতির তত্ব! পরমতত্ব! মহাজ্ঞান-বিজ্ঞান প্রদাতা ঋষি।

#ব্রহ্মর্ষি(ব্রহ্ম + ঋষি)
ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে যেসব ঋষিদের বিশেষ জ্ঞান ছিল, তাদের বলা হতো ব্রহ্মর্ষি । যেমন : বশিষ্ট, মহাঋষি ।

সনাতনঃ সত্যং এবং শাশ্বত।।

ওঁ মালোবাবায়ঃ নমঃ ।।১০৮।।

#মহর্ষি(মহৎ + ঋষি)
ঋষিদের মধ্যে যারা মহান ও প্রধান ছিলেন তাদের বলা হতো মহর্ষি = মহা + ঋষি । যেমন : কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস (বেদকে চার ভাগে বিভক্ত এবং মহাভারত রচনা করেছিলেন যিনি।

#দেবর্ষি(দেব + ঋষি)
দেবতা হয়েও যারা ঋষি ছিলেন তাদের বলা হতো দেবর্ষী =দেবতা +ঋষি । যেমন : নারদ।

#কান্ডর্ষি(কান্ড +ঋষি)
বেদের রয়েছে দুইটি কান্ড)জ্ঞানকান্ড ও কর্মকান্ড (এর মধ্যে যে কোন একটির বিষয়ে যাদের বিশেষ জ্ঞান ছিল তাদের বলা হতো কান্ডর্ষি । যেমন : জৈমিনি।

#রাজর্ষি(রাজ+ঋষি)
রাজা হয়েও যিনি ঋষি বা ঋষির মতো আচরন করেন তাকে বলা হতো রাজর্ষি । যেমন : রাজা জনক (মাতা সীতার পিতা)

#পরমর্ষি(পরম + ঋষি)
পরমব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে যিনি দর্শন করেছেন তাকে বলা হতো পরমর্ষি । যেমন: পৈল।

#শ্রুতর্ষি(শ্রুতি + ঋষি)
যেসব ঋষিগণ শুনে শুনে বেদ মন্ত্র লাভ করেছিলেন তাদের বলা হতো শ্রুতর্ষি । যেমন : সুশ্রুত)বিশ্বামিত্রের পুত্র এবং বিশ্ব বিদিত চিকিৎসা শাস্ত্রঃ সুশ্রুত সংহিতা রচনাকারী।

[N.B: এই সকল মুনি-ঋষিদের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ্য হইলেন 'মহাবতার কল্কি বিষ্ণুযশ পুত্রঃ, অন্তিম মহাঋষি।]

#সনাতন হিন্দুধর্মের সকল মুণি-ঋষিদের নাম

মনু, ভৃগু, বশিষ্ট, বামদেব, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, কণ্ব, অঙ্গিরা, পাতঞ্জল, যাজ্ঞবল্ক্য, কক্ষীবান, শুনঃশেপ, কুৎস, পুরুকুৎস, ত্রসদস্যু, ভৌম, ত্রবজামরুৎ, বৈশম্পায়ন, অথর্বা, দধীচি, কৃষ্ণ, আপ্তত্রিত, গৃৎসমদ, রাতহব্য, গৌতম, চ্যবন, অগস্ত্য, পৌর, শ্রুতবিদ, মধুচ্ছন্দা, জেতৃ, মেধাতিথি, অর্চনানা, অজীগর্ত, হিরণ্যস্তূপ, ঘোর, যজত, প্রস্কণ্ব, সব্য, নোধা, শক্তি, পরাশর, সপ্তবধ্রি, রহূগণ, দীর্ঘতমা, দিবোদাস, পুরুচ্ছেদ, উচথ্য, উরুচক্রি, সোমাহুতি, উৎকীল, বাহুবৃক্ত, কুশিক, গাথী, ইষীরথ, বুধ, গবিষ্টি, বসুশ্রুত, ইষ, গয়, সুতম্ভর, সত্যশ্রবা, ধরুণ, মৃক্তবাহ, দ্বিত, বব্রি, প্রযস্বস্বৎ, বিশ্বসামা, দুম্ন, বসুয়ু, গোপায়ন, পুরুকুৎসা, লোপায়ন, লোপামুদ্রা, সুবন্ধু, শ্রুতবন্ধু, বিপ্রবন্ধু, ত্রিকৃষ্ণ, ত্র্যরুণ, ভরত, গৌরিবীতি, বক্র, অষ্টবক্র, অবস্যু, গাতু, সম্বরণ, স্বস্তি, প্রভুবসু, কশ্যপ, সাদাপৃণ, প্রতিবধ, প্রতিক্ষত্র, প্রতিভানু, শ্যাবাশ্ব, ঘোষা, অপালা, বিশ্ববারা, ভারতী, গার্গী, বীতহব্য, কৃতযশা, দক্ষিণা, ব্রহ্মজায়া, মৈত্রেয়ী, সরমা, সুহোত্র, শুনহোত্র, নর, শংযু, ঋজিশ্বা, প্রিয়মেধ, সম্বংসাখ্যা, কপিল, কনাদ, অন্ধ, বৎস, নীপাতিথী, নারদ, সুদিতি, উশনা, ত্রিশোক, দৃম্নীক, ত্রিত, নাভাক, সোভরি, নৃমেধ, অগস্তি, জৈমিন, দার্ঢাচ্যুত, ইম্ববাহ, অগ্নিবৈশ্য, বার্হস্পত্য, অত্রি, আত্রেয়, শাতাতপ, অনাবৃকাক্ষ, গার্গ্য, অব্য, সারস্বত, সাংখ্য, আলম্বায়ন, আস্তিক, দেবল, দুর্বাসা, ভূধর, বাল্মীকি, বৈশ্বানর, মার্কন্ডেয়, জমদগ্নি, প্রজাপতি ইত্যাদি ।

#প্রশ্নঃ--বৈদিক ঋষি কাকে বলে? পবিত্র বেদের সঙ্গে ঋষিদের সম্পর্ক কি

উঃ--সনাতন ধর্মের বৈদিক বেদ-বেদাঙ্গ ও বেদান্ত 'দর্শন করেন এবং তপস্যার গভীরে ঋষিদের কাছে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মবাণী বেদ স্বয়ং আগমন করেন বলেই এইজন্য তাঁদের ঋষি বলা হয়। কারণ তপস্যার ও সাধনা, ভক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ দ্বারা নিরকার ও সাকার ঈশ্বর শক্তিকে অনুভব করেন যারা তাঁরাই ঋষি। সনাতন এর সমস্ত দর্শন এই ঋষিদের জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ। প্রতিটি যুগ ধর্মে প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন সর্বপরি ধর্ম শিক্ষা ও প্রচারে তাঁদের ভূমিকা ছিল।
আমাদের সনাতন ধর্মে বৈদিক বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত 'দর্শন করেন এবং তপস্যার গভীরে ঋষিদের কাছে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মবাণী বেদ স্বয়ং আগমন করেন ঋষিদের কাছে বেদবাণী ছবির মতো ভেসে ওঠে ধ্যানের গভীরে তাই এই বেদবাণী দর্শনের জন্যই তাঁদের মন্ত্রদ্রষ্টা বলা হয়, মন্ত্রস্রষ্টা নয়।(পরাশর সংহিতায়, ১/২০ (বলা হয়েছে—'**ন কশ্চিৎ বেদকর্তাস্তি'**। অর্থাৎ— কোন মানুষ বেদের রচয়িতা নয়, স্বয়ং ঈশ্বরই এর রচয়িতা। দ্রষ্টা ঋষিরা অমৃতময় বেদকে শিষ্য পরম্পরায় শ্রুতির মাধ্যমে শিখিয়ে দিতেন। এভাবেই শ্রুতি পরম্পরায় বেদ ধরা ছিল বহুদিন। একারণেই এর অন্য নাম শ্রুতি।' বেদের সুবিখ্যাত ব্যাখ্যা যাস্কাচার্যকৃত নিরুক্তে লেখা হয়েছে—
"**ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ। ঋষির্দর্শনাৎ স্তোমান্ দদর্শেত্যৌপমন্যয়বঃ। তদ্ য়দেনাংস্তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ংভুভ্যানর্ষৎ তদৃষীণাম্ ঋষিত্বমিতি বিজ্ঞায়তে।**নিরুক্ত, ২/১১। অর্থাৎ— ঋষি বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা। ঔপমন্যব আচার্যও একইভাবে বলেন বেদের স্তুতি বা মন্ত্রসমূহের বাস্তবিক অর্থের সাক্ষাৎকারকেই ঋষি বলা হয়। তাঁরাই ঋষি হন যারা স্বয়ম্ভু ঈশ্বরের নিত্য জ্ঞান বেদের অর্থ তপস্যার মাধ্যমে জানতে পারেন। যদি বেদ মন্ত্রের রহস্য সহিত অর্থের দর্শন হয় তবেই ঋষিত্ব লাভ হয়।
ঔপমন্যব আচার্যের উক্ত মতের প্রতিফলন পাওয়া যায়)তৈত্তিরীয় আরণ্যকের, ২/৯/১ (এর "**অজাত্ হ বৈ পৃশ্নীংস্তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভ্বভ্যানর্ষত্ ত ঋষয়োঅভবন্ তদৃষীণামৃষিত্বম্**" (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৬/১/১/১ (বলা হয়েছে—"তে যত্ পুরাস্মাত্ সর্বস্মাদিদমিচ্ছন্তঃ শ্রমেণ তপসারিষংস্তস্মা দৃষয়ঃ।।" অর্থাৎ— যে তপস্বীর, তপ বা ধ্যানের মাধ্যমে স্বয়ম্ভুর নিত্যবেদের অর্থজ্ঞান হয় তাঁকে ঋষি বলা হয়। একই কথা ব্যক্ত হয়েছে তৈত্তিরীয় সংহিতা, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, কাণ্ব সংহিতা, শতপথ ব্রাহ্মণ এবং সর্বানুক্রমণীর মত প্রাচীন গ্রন্থে।"**সাক্ষাত্কৃতধর্মাণ ঋষয়ো বভূবুস্তেহবরেভ্যোহসাক্ষাত্ কৃতধর্মস্য উপদেশেন মন্ত্রানসম্প্রাদু** (নিরুক্ত ১/১৯।অর্থাৎ— তপের বল দ্বারা যারা ধর্মের সাক্ষাৎ করেছেন তারাই)ধর্মের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা ঋষি(। আর তাহারাই যারা ধর্মের সাক্ষাৎ করে নি তাদের উপদেশ দিয়েছেন। যাস্কাচার্যকৃত নিরুক্তে— ঋষিদের এরূপ প্রসংশা যে, নানা প্রকার অভিপ্রায় দ্বারা ঋষিদের মন্ত্রদর্শন হয়)ঋষিণাং মন্ত্রদৃষ্টয়ো ভবন্তি ; নিরুক্ত ৭/৩। ঋষিদের নানা প্রকার দৃষ্টির তাৎপর্য এই যে, তাদের বৃহৎ পুরুষার্থ দ্বারা মন্ত্রের ঠিক ঠিক প্রকার সাক্ষাৎ হয়। **ঋষির সংজ্ঞাঃ** "ঋষি "'ঋষ' ধাতু থেকে ঋষি শব্দটি নিষ্পন্ন।'ঋষ' ধাতুর অর্থ দেখা বা দর্শন করা। ঋষি মানে যিনি দেখেন -জগদ্-ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু দুচোখ ভরে দেখছেন 'দিবীব চক্ষুরাততম'। অধুনিক কালে দেখা যায় অনেকের নামের আগে ঋষি, মহর্ষি ইত্যাদি লাগাতে। তারা নিজেদের বৈদিক বলেও থাকে। সনাতন ধর্মের শাস্ত্রের মধ্যে ঋষি বলে কাকে স্বীকৃতি দিয়েছে সেটা দেখা যাক—(নিরুক্ত, ০২/০১/১১/০৬ (যাস্কাচার্যকৃত নিরুক্তে বলেছেন—
তদ্যদেনাংস্তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভ্বভ্যানর্ষত্ত ঋষয়োহভবংস্তদৃষীণামৃষিত্বমিতি বিজ্ঞায়তে।। অর্থাৎ— দর্শন করে বলেই তাঁদের ঋষি বলা হয়। তপস্যার গভীরে ঋষিদের কাছে স্বয়ম্ভূ বেদ স্বয়ং আগমন করে এজন্যই তাঁদের ঋষি বলা হয়।ঋষিদের বলা হয় -সাক্ষাৎকৃতধর্মাণ অর্থাৎ যাঁরা অখিল ধর্মের মূল বেদকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছেন তাই তাঁরাই ঋষি।

সনাতনঃ সত্যং এবং শাশ্বত।।

ওঁ মালোবাবায় নমঃ ।।১০৮।।

।। শ্রীকৃষ্ণ চৈতণ্যঃ মহাপ্রভুং মালোবাবানন্দম। শ্রীহঁরি নারায়ণঃ বিষ্ণুং তপস্যানন্দম।।

"মনুষ্যধর্ম্ম" মালোবাবা'র মহাবোধ শ্লোকঃ (১)

"শাশ্বত্ মনুষ্যধর্ম্মঃ রক্ষার জন্য, শাশ্বত্ হঁরি নামের আদিঅনাদির মূল মন্ত্রঃ

!! ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ !!

[দ্রঃ মনুষ্য জীবনের প্রকৃতি-পুরুষের মূল তত্ত্ব! যাঁহা পরমেশ্বর ভগবাণ সিদ্ধির জন্য সত্য শাশ্বত্ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক-বাহক এবং নারায়ণঃ পরাঃ গতির সত্য সনাতন মহাসার তত্ত্ব।]

প্রকৃতি++ (মূলাধার) ++পুরুষ

মা + লো + বাবা + য়ং

মং + লং + বং + য়ং

মহৎ ঈশ্বর প্রকৃতি + মুলাধার + বিষ্ণুবীজ + হৃদয় যমতত্ত্ব।

"হায়রে মানুষ মাতৃ-পৃত্রি শক্তি দেখও
মূলাধারে' পরম গতি পায়।
শাশ্বত্ মনুষ্যধর্ম্মঃ জাগরণ করিতে,
মানব জীবনের মূল তত্ত্ব! কুলকুণ্ডলিনী হয়।।
আদি অন্তের সার তত্ত্ব! দেহতত্ত্বে রয়।
বেদ-বেদান্ত সকল শাস্ত্রেঃ পুরুষ-পৃকৃতি হয়।।
মালোবাবা' নামে মা-বাবা'ই রয়।
মূলাধরের মূল মন্ত্রঃ 'লং' -বীজে রয়।।
মা'-ই আমাদের পরম প্রকৃতি,
শাশ্বত্ পুরুষ হয় বাবা'।
মুলাধারের পরম সংযুক্তি বলে মালোবাবা'।।"

"জয় জয় মালোবাবা, মালোবাবা'র জয়।
তিমি মাতা তুমি পিতা তুমি কুলকুণ্ডলিনীময়।।"

মনুষ্যধর্ম্মঃ বক্ষ্যাম্যহং একোনপঞ্চাশৎ বিষ্ণু বীজং অক্ষরব্রহ্মঃ ০ঃ-
ওঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অঁ অঃ
কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং ণং তং থং দং
ধং নং পং ফং বং ভং মং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং

ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ ।।১০৮।।

সংসারঃ অতীতং এব বাহ্যা।

।। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যঃ মহাপ্রভুঃ মালোবাবানন্দম্। শ্রীহরিঃ নারায়ণঃ বিষ্ণুঃ তপস্যানন্দম্।।

সনাতনঃ সত্যং ব্র্ শাশ্বতা।

"অষ্টাক্ষরং মহামন্ত্রঃ সর্ব্বঃ রিষ্ঠম্ ফলপ্রদম্।
নমস্কারঃ কুরুান্তেং সর্ব্বঃ ভগবৎ ভক্তিং প্রাপ্তিম্।।"

...@নৃসিংহপুরাণ।

[দ্রঃ নমস্কার করিবার ফলে সকলের মধ্যে সর্ব্ব প্রকার ভক্তির পরম গতি লাভ হইয়া থাকে, যাঁহা ভগবাণের ভগবাৎ ধাম প্রাপ্তি করিয়া থাকে। মন্ত্রঃ বা নামের সহিত প্রণাম-নমস্কার প্রদানে সকল প্রকার বিঘ্ন নাশ হইয়া থাকে সর্ব্ব শাস্ত্রঃ মতে।]

"ও জগৎ মাতা, ও জগৎ পিতা
আমি প্রণাম জানাই, আমি প্রণাম জানাই।
মাতৃ-পৃত্রি পূজন স্থানে
প্রনাম জানাই,
আমি প্রণাম জানাই, আমি প্রণাম জানাই।
ও জগৎ মাতা, ও জগৎ পিতা...।।
সাধু-গুরু-বৈষ্ণব মাঝে প্রণাম জানাই,
আমি প্রণাম জানাই, আমি প্রণাম জানাই।
স্ব-শরীরে দন্ডবৎ প্রণাম জানাই
আমি প্রণাম জানাই,
ও জগৎ মাতা, ও জগৎ পিতা...।।
মালোবাব'র সৎসঙ্গে প্রণাম জানাই
আমি প্রণাম জানাই,
পঞ্চাঙ্গে-সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানাই
আমি প্রণাম জানাই, আমি প্রণাম জানাই
ও জগৎ মাতা, ও জগৎ পিতা...।।

প্র + নাম = প্রণাম।
নমঃ + স্ + আকারঃ = নমস্কার।

ওঁ মালোবাবায়ঃ নমঃ ।।১০৮।।

।। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যঃ মহাপ্রভুং মালোবাবানন্দম। শ্রীহরিং নারায়ণঃ বিষ্ণুং তপস্যানন্দম।।

নিত্য জীবনে যোগ-প্রাণায়ামের উপকারিতা।

নিত্য সময় জ্ঞান বিধি

সূর্যোদয় হইতে সকাল ৬ ঘঃ

ব্রহ্মমুহূর্ত। ধ্যানকর্ম্ম, জ্ঞান শিক্ষা ও আত্মাধীকতা

শারীরিক ব্যায়ামচর্চা

সকাল ১০ ঘঃ

মধ্যরাত্রি ২ ঘঃ

বাতঃ

কফ্

মহারাত্র, মোহরাত্র, কালরাত্রি। জাগ্রত থাকিবার দরকার নাই।

পিত্তঃ

পিত্তঃ

খাদ্য-আহার বিধি

কফ্

বাতঃ

দুপুর ২ ঘঃ

রাত্রি ১০ ঘঃ

মনোরঞ্জন ও আনন্দ। জ্ঞান -শিক্ষা এবং ধ্যান কর্ম্ম

স্বল্প্য আহার জ্ঞান-শিক্ষা

সূর্যাস্ত বিকাল ৬ ঘঃ হইতে

মানব শরীরের ত্রি দোষ শক্তিঃ সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান তত্ত্ব মালোবাবা কৃত।

বাত, পিত্ত ও কফ দোষ = পঞ্চভূত- মরুত, ক্ষিতি, অপ, ব্যোম, তেজ।

সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানঃ (শব্দার্থ ভান্ডার)

অনুপ্রহর, গোধূলী, সকাল, দুপুর, বৈকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি, মধ্যরাত্রি, অর্দ্ধরাত্রি, ঘোর-দুপুর, বার-বেলা, অষ্টপ্রহর, সময়প্রহর, অর্দ্ধপ্রহর, মধ্যকাল, আদিকাল, সৃষ্টিকাল, স্থিতিকাল, লয়কাল(মহাকাল),পলক, নিমিষ, দন্ড, ঘন্টা, দিন, পক্ষ, মাস, আয়ন, বৎসর, যুগ, যোজন, কল্প, মহাযুগ, দৈবযুগ, ব্রহ্মযুগ, মনুযুগ (সায়নভূব, সারতীষ, উত্তম, তামসা, রৈবৎ, চাক্ষুষ, বৈবস্বৎ, সাবর্ণী, দক্ষসাবর্ণী, ব্রহ্মসাবর্ণী, ধর্মসাবর্ণী, রুদ্রসাবর্ণী, দেবসাবর্ণী, ইন্দ্রসাবর্ণী)।

[দ্রঃ মানব জীবনের দেশ, কাল, পাত্র হিসাব না করিয়া চলিলে বাত-পিত্ত-কফ দোষ হইয়া থাকে তাই নিত্য সময় ধরিয়া নিত্য ক্রিয়া কর্ম্ম করিতে হয় শাস্ত্রঃ মতে সদ্গুরু জ্ঞানে।

ওঁ মালোবাবায়ঃ নমঃ !!১০৮!! নিত্য যপ করুন প্রাতঃ শুচি হইয়া।

ওঁ মালোবাবায়ঃ নমঃ ।।১০৮।।

সংসারঃ অতীতং এব বাস্য।

...!! স্বাস্থ্য এবং রোগ নিরাময় !!...

#রক্তাল্পতা (অ্যানেমিয়া)

রক্তে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে কমে গেলে শরীরে 'রক্তাল্পতা' (অ্যানেমিয়া) রোগটি দেখা দেয়।ব্যক্তি বিশেষে আলাদা হলেও স্বাভাভিকভাবে রক্তে লোহিত রক্ত কণিকার পরিমাণ হল :
-পুরুষ : ১৩.৮ থেকে ১৭.২ গ্রাম /ডেসিলিটার
-মহিলা : ১২.১ থেকে ১৫.১ গ্রাম / ডেসিলিটার
রক্তাল্পতার তিনটি মূল কারণ : রক্তক্ষয় ,লোহিত রক্তকণিকার উৎপাদন কমে যাওয়া এবং লোহিত রক্তকণিকার নষ্ট হয়ে যাওয়া।
যে কারণগুলো রক্তাল্পতা ঘটাতে পারে :
** অত্যধিক ঋতুস্রাব (পিরিয়ড) হওয়া
** গর্ভাবস্থা
** ঘাত (আলসার)
** মলাশয়ে পলিপ (একাধিক নালী বিশিষ্ট অর্বুদ) অথবা মলাশয়ে কর্কট রোগ (কোলন ক্যান্সার)
** বংশগত সমস্যা
** আয়রণ, ফোলিক অ্যাসিড বা ভিটামিন বি-১২ সমৃদ্ধ খাদ্যের অভাব
'** কাস্তে-কোষ-রক্তাল্পতা'(সিকল সেল অ্যানেমিয়া) ও
থ্যালাসেমিয়া(রক্তবিষণ)অথবা ক্যান্সার (কর্কট রোগ)ঘটিত কারণে রক্তের মধ্যে বিশৃঙ্খলতা বা বিকৃতি দেখা দিলে
** অর্জিত বা বংশগত মজ্জাজনিত রক্তাল্পতা - 'অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানেমিয়া'
অ্যানেমিয়া বা রক্তাল্পতাজনিত কারণে শরীর দুর্বল হয়ে যায়, ঠান্ডা লাগে, হতবুদ্ধি ও খিটখিটে ভাবের জন্ম হয়। রক্তাল্পতার কারণে স্বল্প শ্বাস অথবা মাথা যন্ত্রণার লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

##উপসর্গ

ক্লান্তি বা দুর্বলতা হল রক্তাল্পতার সাধারণ লক্ষণ। অন্যান্য লক্ষণ বা উপসর্গের মধ্যে পড়ে :
**শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বল্পতা
**মাথা ঘোরা
**মাথা ব্যাথা
**হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া
**ফ্যাকাশে চামড়া
**বুক ব্যাথা

##কারণ

রক্তাল্পতার তিনটে মূল কারণ :
১. **রক্তক্ষয় :** রক্তক্ষয় রক্তাল্পতার একটি সাধারণ কারণ, বিশেষত রক্তে 'লৌহ বা আয়রনের স্বল্পতাজনিত রক্তাল্পতা ' একটি সাধারণ ঘটনা। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রক্তক্ষয় ক্ষণমেয়াদী বা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।পাচনতন্ত্রে অথবা মূত্রনালীতে রক্তক্ষরণের ফলে রক্তক্ষয় ঘটে। সার্জারী, মানসিক আঘাত, অথবা ক্যান্সারের কারণেও রক্তক্ষয় ঘটতে পারে। ঋতুস্রাবের ফলেও প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষয় ঘটে। প্রচুর রক্তক্ষয়ে শরীরে লোহিত রাক্তকনিকার সংখ্যা কমে যাওয়ায় রক্তাল্পতা ঘটে।

সনাতনঃ সত্যং এবং শাশ্বত।

ওঁ মালোবাবাঃ নমঃ ।।১০৮।।

২. স্বল্প পরিমাণে লোহিত রক্তকণিকার উৎপাদন : এটি 'অর্জিত' অথবা 'বংশগত' হতে পারে। ['অর্জিত' বলতে বোঝায়- যে ব্যক্তি এই রোগটি নিয়ে জন্মায়নি ও পরে কোনো এক সময় ঐ ব্যক্তির দেহে রোগটি দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে, এই রোগটির কারণ কোনো ব্যক্তির বাবা/মা'র শারীরিক কারণ হলে তা 'বংশগত'।]
'অর্জিত অবস্থা' নিম্নলিখিত বিভিন্ন কারণে গড়ে উঠতে পারে :
** অপুষ্ট আহার
** হরমোনের অস্বাভাবিক স্তর /পরিমাণ
** দীর্ঘস্থায়ী রোগ
** গর্ভাবস্থা
অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানেমিয়া অর্থাৎ মজ্জাজনিত রক্তাল্পতায় যথেষ্ট পরিমাণে লোহিত রক্ত কণিকা উৎপন্ন হয় না।রক্তাল্পতার এই অবস্থাটি অর্জিত অথবা বংশগত দুই হাতে পারে।

৩)বেশী সংখ্যায় লোহিত রক্ত কনিকার ক্ষয় : যে বিষয়গুলো লোহিত রক্ত কণিকার ধ্বংসের কারণ হয় তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে 'বিস্ফারিত বা অসুস্থ প্লীহা'। এটি একটি অর্জিত অবস্থা যা 'কাস্তে-কোষ-রক্তাল্পতা' (সিকল সেল অ্যানেমিয়া), থ্যালাসেমিয়া অথবা নির্দিষ্ট কোনো উৎসেচকের অভাবজনিত কারণে ঘটতে পারে। 'অর্জিত অবস্থা' এমন একটি অবস্থা যখন শরীর প্রচুর পরিমাণে লোহিত রক্ত কণিকা নষ্ট হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে লোহিত রক্ত কণিকায় 'অপূর্ণতা' বা 'খুঁত' দেখা দেয় এবং যার ফলে সুস্থ লোহিত কণিকার তুলনায় অনেক আগে এদের মৃত্যু ঘটে।
'রক্তক্ষরিত রক্তাল্পতা' বা 'হিমলেটিক অ্যানেমিয়া' হল আরেকটি উদাহরণ যেখানে শরীর লোহিত রক্ত কণিকাকে ধ্বংস করে। অর্জিত অথবা বংশগত বা অন্য কোনো কারণে হিমলেটিক অ্যানেমিয়া ঘটতে পারে। রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা (অনাক্রম্যতা)-র বিকার, সংক্রমণ, নির্দিষ্ট কিছু ওষুধের প্রতিক্রিয়াজনিত বা রক্ত পরিবর্তনের কারণে 'রক্তক্ষরিত রক্তাল্পতা' ঘটতে পারে।

##রোগ নির্ণয়

****চিকিৎসার ইতিবৃত্ত :**
বিভিন্ন লক্ষণ ও উপসর্গগুলির মধ্যে দুর্বলতা, অসুস্থতাবোধ অথবা শরীরে ব্যথা

****রক্ত পরীক্ষা :**
হিমোগ্লোবিনের (রক্তকণার রঞ্জক উপাদান) স্তর পরীক্ষা করা (এটি এক ধরনের প্রোটিন যা অক্সিজেন পরিবহন করে) ও পরীক্ষা করে নেওয়া প্রয়োজন হিমোগ্লোবিন-সমৃদ্ধ লোহিত রক্ত কণিকার পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় কম আছে কিনা।

****শারীরিক পরীক্ষা :**
*দ্রুত ও অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন
*দ্রুত ও অনিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস
*যকৃত অথবা প্লীহার অতিরিক্ত বৃদ্ধি

****সম্পূর্ণ রক্ত কণিকার সংখ্যা গণনা অর্থাৎ কমপ্লিট ব্লাড-কাউন্ট (সি বি সি):**
রক্তে কতগুলো রক্ত কণিকা আছে তা এই সি বি সি পরীক্ষা দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। রক্তাল্পতা হয়েছে কিনা জানতে একজন চিকিৎসক রক্তের মধ্যে লোহিত-রক্ত-কণিকা ও হিমোগ্লোবিনের স্তর পরীক্ষা করে দেখে নেন।
সাধারণ পূর্ণবয়স্ক মানুষের রক্তে হিমোগ্লোবিনের সংখ্যা ব্যক্তি বিশেষে আলাদা হলেও তা গড়ে ৩৪.৯ শতাংশ পুরুষের ক্ষেত্রে ও মহিলার ক্ষেত্রে ৪৪.৫ শতাংশ।

#লোহিত রক্ত কনিকার আকার ও গঠন নির্ধারণের পরীক্ষা :
কিছু রক্ত কণিকার আকার, গঠন ও বর্ণ রোগ নির্দ্ধারণে সহায়ক হয় , যেমন আয়রণের অভাবজনিত রক্তাল্পতায় লোহিত রক্ত কণিকার আকার তুলনামূলকভাবে ছোটো ও বিবর্ণ। ভিটামিনের (খাদ্যপ্রাণ) অভাবজনিত রক্তাল্পতায় লোহিত রক্ত কণিকার আকার তুলনামূলকভাবে বড় এবং সংখ্যায় কম।

*উপদেশ
লৌহ বা আয়রণের পরিপূরক : আয়রণের পরিপূরক হিসেবে সাধারনত: দিনে ২/৩ বার ফেরাস-সালফেটযুক্ত খাবার খাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।
আয়রন-সমৃদ্ধ খাদ্যের মধ্যে পড়ে :
গাঢ় সবুজ পাতাযুক্ত শাক-সব্জি, যেমন পালং শাক, লৌহ অর্থাৎ আয়রন সুরক্ষিত খাদ্যশস্য, গোটা শস্য, যেমন বাদামী চাল, মটরশুটি, বাদাম,খুবানি ফল (অ্যাপ্রিকট)

* জটিলতা
আয়রণের অভাবজনিত রক্তাল্পতা খুব কমই দীর্ঘস্থায়ী জটিলতা ঘটায়। তবুও, এদের মধ্যে কিছু জটিলতার উল্লেখ নিচে করা হল :

*ক্লান্তি
আয়রণের অভাবজনিত রক্তাল্পতা একজন মানুষকে ক্লান্ত ও অলস বা হতদ্যম করে দিতে পারে। এর ফলস্বরূপ একজন মানুষের সক্রিয়তা ও কর্মক্ষমতা কমে যায়।

*অনাক্রম্য প্রক্রিয়া (ইমিউন সিস্টেম)
আয়রণের অভাবজনিত রক্তাল্পতায় শরীরের সাধারণ স্বভাবজাত রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।এরফলে একজন মানুষ খুব সহজে অসুস্থ বা সংক্রমিত হতে পারে।

*হৃৎপিন্ড ও ফুসফুসে জটিলতা
গুরুতরভাবে রক্তাল্পতায় ভুগছেন এমন ব্যক্তির ফুসফুস ও হৃৎপিন্ডে জটিলতা দেখা দিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ :
ট্যাকিকার্ডিয়া (অস্বাভাবিকভাবে দ্রুত হৃৎস্পন্দন)
হৃৎস্পন্দন থেমে যাওয়া, যখন হৃৎপিন্ড সারা শরীরে কার্যকরভাবে রক্ত সম্প্রসারিত করতে পারে না।

*গর্ভাবস্থা
গুরুতরভাবে রক্তাল্পতায় ভুগছেন এমন গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের জটিলতার সম্ভবনা রয়েছে, বিশেষ করে শিশুর জন্ম দেওয়ার সময় ও পরে। এ ক্ষেত্রে গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে এক ধরণের জন্মোত্তর বিষণ্ণতা গড়ে উঠতে পারে (বিষণ্ণতা বা হতাশা যা কিছু কিছু মহিলার মধ্যে শিশুর জন্ম দেওয়ার পার দেখা যায়)।

সনাতনঃ সত্যং এব্ শাশ্বতা।

ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ ।।১০৮।।

"নিত্য যোগ করুন সুস্থ থাকুন।
স্বাত্মিক আহার করিয়া আত্মাধীক পথে চলুন।।"

[দ্রঃ মানব জীবনের দেশ, কাল, পাত্র হিসাব না করিয়া চলিলে বাত-পিত্ত-কফ দোষ হইয়া থাকে তাই নিত্য সময় ধরিয়া নিত্য ক্রিয়া কর্ম্ম করিতে হয় শাস্ত্রঃ মতে সদগুরু জ্ঞানে।
ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ ।।১০৮।। নিত্য যপ করুন প্রাতঃ শুচি হইয়া।

।। শ্রীকৃষ্ণং চৈতন্যঃ মহাপ্রভুং মালোবাবানন্দম। শ্রীহরিং নারায়ণঃ বিষ্ণুং তপস্যানন্দম।।

প্রকৃত বৈষ্ণব বা প্রকৃত ভগবানের ভক্ত কে?

=====*******************************===

কি কি গুণ থাকলে প্রকৃত বৈষ্ণব / প্রকৃত ভক্ত হওয়া যায়, সে বিষয়ে বৃহন্নারদীয় পুরাণের ৫ম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা ভগবানের ভক্ত হওয়ার জন্য সেই গুণ গুলি অর্জন করবো। আর যিনি অর্জন করেছেন, তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব বা ভক্ত।

১/ যাহারা সর্ব প্রাণীর হিতকারী,কাউকে হিংসা করেন না,জিতেন্দ্রিয় ও সব স্থানে শান্তি বজায় রাখেন,তাহারা বৈষ্ণব প্রধান। (৫/৩৮)।

২/ যাহারা কর্ম,মন এবং বাক্য দ্বারা কাউকে কষ্ট দেন না এবং কারো কাছে সাহায্য কামনা করেন না,তাহারা বৈষ্ণব প্রধান(৫/৩৯)।

৩/ যাহার ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণে সাত্বিক বুদ্ধি হয় সে বিষ্ণু ভক্ত, তাহারা বৈষ্ণব প্রধান। (৫/৪০)।

৪/ যাহারা সব সময় মাতাপিতার সেবা করেন,তাহারা বৈষ্ণব প্রধান। (৫/৪১)।

৫/ যাহারা ব্রহ্মচারী ও যতিগণের সেবা করেন ও পরনিন্দা কখনো করেন না,তাহারা বৈষ্ণব প্রধান। (৫/৪৩)।

৬/ যাহারা সকলের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করেন ও মানুষের কাজের প্রশংসা করেন,তাহারা বৈষ্ণব প্রধান। (৫/৪৪)।

৭/ যাহারা সর্বভূতে আত্মবৎ দর্শন করেন এবং শত্রু মিত্রে সমদর্শী,তাহারা বৈষ্ণব প্রধান। (৫/৪৫)।

৮/ যাহারা সত্যবাদী, সাধুসেবী,ধর্ম শাস্ত্র বক্তা,তাহারা বৈষ্ণব প্রধান। (৫/৪৬)।

৯/ যাহারা গো-ব্রাহ্মণের সেবায় সর্বদা রত,তীর্থযাত্রা পরায়ণ, অন্যের শ্রীবৃদ্ধিদর্শনে প্রফুল্ল ও হরিনাম কীর্তনে মগ্ন,তাহারা বৈষ্ণব প্রধান। (৫/৪৮;৪৯)।

১০/ যাহারা দেবগৃহ নির্মাণ ও কূপ,তড়াগ, সরোবর খনন করিয়া দেন এবং যাহারা গায়েত্রী জপ করিয়া থাকেন,তাহারা বৈষ্ণব প্রধান। (৫/৫২)।

১১/ হরিনাম শ্রবণ করিলে আনন্দে, যাহাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়,তাহারা বৈষ্ণব প্রধান। (৫/৫৩)।

১২/ তুলসী কানন দর্শন করিলে যাহারা প্রণাম করিয়া থাকেন এবং যাহাদের কণ্ঠে তুলসী কাষ্ঠ রয়েছে, তাহারা বৈষ্ণব প্রধান। (৫/৫৪)।

১৩/ যাহারা আশ্রমচতুষ্টয় পালন ও বেদ ব্যাখা করিয়া থাকেন,তাহারা বৈষ্ণব প্রধান। (৫/৫৫)।

১৪/ শিবে প্রীতি,শিবে ভক্তি,শিবের অর্চনা,রুদ্রাক্ষ ও ত্রিপুণ্ড্র ধারন,হরিনাম ও শিবনাম কীর্তন করেন,তিনি বৈষ্ণব প্রধান। (৫/৫৬;৫৭)।

১৫/ যাহারা সকল বিষয়ে গুণধর, তাহারা বৈষ্ণব প্রধান। (৫/৫৯)।

১৬/ যাহারা দেবাদিদেব শিব ও পরমাত্মা বিষ্ণুকে অভিন্ন ভাবেন,তাহারা বৈষ্ণব প্রধান। (৫/৬০)।

১৭/ শিবধ্যান, শিবকার্য্য, একাদশী ব্রত ও আমার (বিষ্ণু) কার্য্য করেন,তাহারা বৈষ্ণব প্রধান। (৫/৬১;৬২;৬৩)।

♦♦ভগবান বলিলেন,এখানে কতিপয় বৈষ্ণবের গুন উল্লেখ করিলাম। (৫/৬৫)।

"বৈষ্ণবদের আচার ও আচরণ থেকে তাঁদের চেনা যায়। বৈষ্ণবদের বাইরের পোষাক দেখে বৈষ্ণবদের চেনা যায় না। যেমন কেউ যদি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনকে দেখে বলে বৈষ্ণব, তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখে কি মনে হবে অর্জুন বৈষ্ণব—না।
যমরাজাকে দণ্ডদান করতে দেখে কি মনে হবে তিনি বৈষ্ণব—না।
মহাদেবকে ভূত,প্রেত,পিশাচ পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে দেখে কি মনে হবে বৈষ্ণব—না। বৈষ্ণব চেনা কঠিন। সাধারণত 'জড়-জাগতিক প্রাপ্তির বাসনা যিনি পরিত্যাগ করেন, তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব।

।। শ্রীকৃষ্ণং চৈতণ্যঃ মহাপ্রভূং মালোবাবানন্দম। শ্রীহঁরিং নারায়ণঃ বিষ্ণুং তপস্যানন্দম।।

"মালোবাবা'র দেহতত্ত্ব কবিতা-আবৃত্তি ও গান"

================================

চারিযুগের ব্রহ্মহঁরি নাম

================================

সত্য যুগে হঁরি নামে জগৎ সত্য ছিল।
নারায়ণ নামে হঁরি, জগৎ সত্য হল।।

!! নারায়ণঃ পরাবেদাঃ নারায়ণঃ পরাক্ষরাঃ
নারায়ণঃ পরাগতিঃ নারায়ণঃ পরামুক্তিঃ!!
।। ওঁ নমঃ ভগবতে হঁরি নারায়ণায়ং নমঃ ।। !!৩!!

ত্রেতা যুগে 'রাম' নামেতি নারায়ণ হল।
রাম নামে ইহ জগৎ আলোকিত হল।।

!! রাম নারায়ণঅনন্তঃ মুকুন্দ-মধুসূধণঃ
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুন্ঠ বামণঃ !!
।। ওঁ নমঃ ভগবতে রঘুনাথপতৈয়ং নমঃ ।। !!৩!!

দ্বাপর যুগে বিষ্ণু-কৃষ্ণ নামে সিদ্ধ হল।
কৃষ্ণ নামেই ইহ জগতে কত লীলাই না দেখালো।।

!! হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ-বিষ্ণু।
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষু।। !!
।। ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়ং নমঃ ।। !!৩!!

কলি যুগের অন্তে দেখও কতই না অবতার ছিল।
চৈতন্য মহাপ্রভূর নামে নিমাই-শ্রীকৃষ্ণ অবতার হল।
এই যুগে শ্রেষ্ঠ যিনি, কালক্যৈ বাবাজির নামে!
শুভ্র অবতারের জন্ম হয় সত্যের অভিমানে।
কলি যুগে আছে এক মন্ত্র, মহামন্ত্র নামে,
একশত অষ্টবার পাঠ করিলে নিত্য লীলা হবে।

!! হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে !!
ওঁ নমঃ ভগবতে শ্রীকৃষ্ণং চৈতণ্যঃ নমো নমঃ !!৩!!

সনাতনঃ সত্যং এবং শাশ্বত।।

ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ ।।১০৮।।

এই নাম যে করিবে একশ্ত অষ্ট বার।
শরীর ও মনে শান্তি আসিবে বারং বার।।
!! হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে !!
হঁরি নামে তোমারা দেয়ও হে জয় জয় কার।
এই মহামন্ত্র যপে হবে দেহীর জগৎ উদ্ধার।।
!! হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে !!
মালোবাবা বলে শোনও শুধু নামে মুক্তি নাই।
শরীর ও মনের শুদ্ধি করে যপ করও ভাই।।
মালোবাবা তাই দিলেন এক মন্ত্র-যন্ত্র।
যাহার দিব্যঞ্জাণে শুদ্ধি হওয়ার প্রয়োজন একান্ত।।
তাইতো তিনি দিলেন কিছু যোগ ও তত্ত্ব।
তাহার দ্বারা ঞ্জাত হইবে সত্যযুগ - সনাতন ধর্মতত্ত্ব।।
"শ্রীকৃষ্ণং চৈতণ্যঃ মহাপ্রভূং মালোবাবানন্দম্।
শ্রীহঁরিং নারায়ণঃ বিষ্ণুং তপস্যানন্দম্।।"
সত্যের সনাতন ধর্ম ধরে রেখ ভাই।
সত্যের সনাতনে মুক্তির পথ আছে তাই।।
সত্যের সনাতন হরি-নারায়ণ-বিষ্ণু-কৃষ্ণ।
চার যুগে চার নাম আছে যে গণ্য।।
নামের মধ্যে আছে কত মধুর অন্ন ভাই।
শ্রীহরি নামে গোপাল মধুসূধণ তাই।।
"শ্রীকৃষ্ণং চৈতণ্যঃ মহাপ্রভূং মালোবাবানন্দম্।
শ্রীহঁরিং নারায়ণঃ বিষ্ণুং তপস্যানন্দম্।।"
"এই বলিয়া শেষ করিলাম, চারিযুগের ব্রহ্মহঁরি নাম্!
মালোবাবার চরণে নিলাম স্মরণম্।।
মুক্তির পথ আছে তাই এই চারধাম্।
তিন নামে আছে ব্রহ্ম, বত্রিশ অক্ষর, ষোলো নাম্" ।।
!! হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে !!

--ॐ--

!! মম ধ্যানহি কর্ম্ম - মম শিক্ষাহি ঞ্জাণম
মম দর্শণাহি সুদৃষ্টিতা - মম নামহ তাপ্স্যাহ !!
শ্রীকৃষ্ণ চৈতণ্য মহাপ্রভূ মালোবাবানন্দম্।
শ্রীহরি নারায়ণঃ বিষ্ণু তপস্স্যায়ানন্দম্।।
।। "ॐ নমঃ ভগবতে মালোবাবায়ং নমঃ "।। ।।৩।।

==

!! পরম্‌বৈষ্ণব সদ্‌গুরু মহাঋষি মালোবাবার দ্বারা প্ররচিত মনুষ্যধর্ম্ম জাগরণে শরীর, মন ও আত্মাধীক উন্নতির জন্য ভারতীয় দর্শনে সত্য-শ্বাশত্‌ সনাতন বিজ্ঞানের দীক্ষা-শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু দেহতত্ত্ব গ্রন্থ-পুস্তকাদি সংগ্রহ সকল ঈশ্বর সন্তানদের জন্য !

- দৈনন্দিন জীবনে মালোবাবার যন্ত্র-মন্ত্র ও পূজা প্রদ্ধতি।
- মালোবাবা'র মহাবেদ।
- মালোবাবা'র একাদশী মাহাত্ম্য।
- অক্ষরব্রহ্ম যোগ (৩'য় দিবস গুরুতত্ত্ব)
- আধ্যাত্মিক পরাঃ বিদ্যা যোগ (৭দিন দেহতত্ত্ব)।
- ভক্তি যোগ (২১দিন দেহতত্ত্ব)।
- শক্তি যোগ (৫১দিন দেহতত্ত্ব)।
- নাম যোগ (১০৮দিন দেহতত্ত্ব)।
- দর্শণ যোগ (১০০৮দিন দেহতত্ত্ব)।
- রোগ মক্তিতে মন্ত্র ও যোগ-প্রণায়াম বিদ্যা।
- নিত্য জীবনে ঈশ্বরীর প্রসাধ ও নিত্য প্রসাধ তৈরী প্রদ্ধতী।
- ব র্তমান শিক্ষা ও বৈদিক গুরুকুল শিক্ষা।
- সংস্কৃত একটি অধ্যাত্মিক ভাষা।
- বঙ্গ ভাষা অক্ষরব্রহ্ম জ্ঞাণ-বিজ্ঞান।
- শিশু জ্ঞাণ- বিজ্ঞাণ ও কবিতা সংগ্রহ।
- বেদ ও বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞান।
- পরম্‌বৈষ্ণব সদ্‌গুরু মহাঋষি মালোবাবা(তাপস) দেহতত্ত্ব কবিতা সংগ্রহ।

সনাতনঃ সত্যং ব্রহ্ম শাশ্বতঃ।

"স্বয়ংবল জ্ঞাণম্ সংযম্ ও পূর্ণউদ্ধারকরণম্"
স্বয়ংবল গুরুকুল।নাগাল্যান্ড, আসাম, মণীপুর, হুগলী, বর্দ্ধমান (বঙ্গভারতবর্ষ)

[N.B: আপনার প্রয়োজনীয় সকল বি পুস্তকের জন্য যোগাযোগ করুন, নিকটবর্তী স্বয়ংবল গুরুকুল কেন্দ্রে।১০৮+ টি গ্রন্থ, ১০০০+ কবিতা, ১০০+ সংগীত, ১০০৮+ আত্মাধিক তত্ত্ব আলোচনা, এবং ১০০০০+ সৎসঙ্গের আলচনার ভিডিও দেখুন।]

সকল গ্রন্থঃ পুস্তক অনলাইনে পাইবেন। WWW.Issuu.com
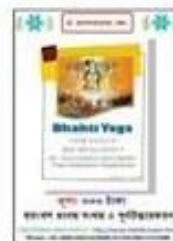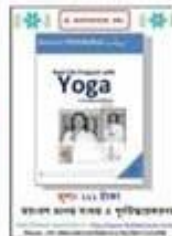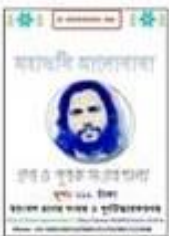
© মালোবাবায়ঃ নমঃ ।।১০৮।।

।। শ্রীকৃষ্ণং চৈতন্যঃ মহাপ্রভুং মালোবাবানন্দম্। শ্রীহরিং নারায়ণঃ বিষ্ণুং তপস্যানন্দম্।।

[মানব জীবনে ঈশ্বরের সাধন-ভজন ও আত্মাধিক বিদ্যা।]

মালোবাবায়ঃ নমঃ ।।১০৮।।

"জয়' জয়' 'মালোবাবা'
মালোবাবা'র জয়।
তুমি মাতা-তুমি পিতা
তুমি সৎ-চিৎ-আনন্দময়।।"

সংস্কারঃ অতীতং এব বাহ্য।

বন্দেহং মহাপুরুষোত্তম্ মালোবাবায়ং

'পরমবৈষ্ণব সদগুরু মহাঋষি মালোবাবা' সুকৃত দ্বারা।

https://www.facebook.com/MaharishiMalobaba/
https://meet.google.com/hak-fohh-mxa

স্বয়ংবল গুরুকুল ।।
SKARGurukuls।।
সত্য সনাতন বিজ্ঞান

satyadharmaYuddha.wordpress.com/

malobabaRadio.wordpress.com/

https://AnChor.Fm/MaloBaba
...'মনুষ্যধর্ম্ম' জাগরণের জন্য, এই আশ্বিন মাসে সদ্‌গুরু'র জ্ঞান-বিজ্ঞান ধারণ করিবার জন্য, সহজ স্বাত্মিক পথে চলুন 'মালোবার'র সঙ্গে।

অনলাইনে সংযুক্ত হন। 'পুরস্কারের জন্য'

...!! নিত্য প্রশ্নঃ উত্তর পর্ব্ব !!...

- ... আপনাদের সন্তানদের সুবোধ বা সুজ্ঞান কিভাবে দেবেন?
- ...মানব জীবনে সাধন-সিদ্ধি কাহাদের জন্য?
- ...'মনুষ্যধর্ম্ম' জাগরণে মালোবাবা'র 'মহাবেদ' কতটা প্রয়োজন?

অনলাইনে সংযুক্ত হন। 'পুরস্কারের জন্য'